Released 25-9-1937
RADHA FILM COMPANY
CALCUTTA
রাধা ফিল্ম কোম্পানীর
নূতন উপহার
ছিন্নহার

পূজায়

ক্রেপ—প্লেন

ইণ্ডিয়ান সিল্ক হাউস

২০৬ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাঞ্চ কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, টাওয়ার ব্লক, কলিকাতা।

পূজায় লক্ষ্মীবিলাসের বিজয় অভিযান

গৌরবে অদ্বিতীয়

গুণ ও গন্ধের অপূর্ব্ব সমাবেশ

তাই

কেশবিন্যাসে অপরিহার্য্য

এস, এল, বসু এণ্ড কোং লিঃ-কলিকাতা

প্রাচ্য নৃত্য কুশলা

কুমারী অমলা নন্দী বলেন

আমি

"বনকুস্তম"

ব্যবহার করেছি।

বেশ সুগন্ধি ও স্নিগ্ধ, বিদেশী ভাল ভাল
তেলগুলির সঙ্গে এর তুলনা চলে।

বনকুস্থম পারফিউমারী ওয়ার্কস্

কলিকাতা।

সমস্ত ষ্টেশনারী দোকানে ও ঔষধালয়ে
পাওয়া যায়।

প্রেম অর্ঘ্য - প্রীতি উপহার - স্নেহের দান

শ্রাবণি যুঁথী | দোলন চাঁপা | সাঁঝের ফুল

অফুরন্ত গন্ধে ভরা মনোরম সুগন্ধি

দি ইষ্টার্ন কেমিক্যাল এণ্ড পারফিউমারী ওয়ার্কস্

কলিকাতা

ইষ্ট বেঙ্গল সোসাইটীর

নূতন অভিযান

আপনাদের চিরপরিচিত ইষ্ট বেঙ্গল সোসাইটীর গ্রাহকদের অনুরোধে ও সুবিধার্থে ১নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটে **ইষ্ট বেঙ্গল স্যু ষ্টোর** নাম দিয়া একটি জুতা বিভাগ খুলিয়াছি এবং মেডিকেল কলেজের পূর্ব্বদিকে, সেসিল হোটেলের নীচে একটী ষ্টেশনারি ও হোসিয়ারি বিভাগ খুলিয়াছি। অনুগ্রহ করিয়া পদধুলি দিয়া বাধিত করিবেন।

প্রোঃ—

ইষ্ট বেঙ্গল সোসাইটী

১নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ফোন ৩৫৩ বড়বাজার।

গোপাল অয়েল মিল

৭৫নং দশানি বাগান লেন, সালিখা

ফোন নং ৭১৩ হাওড়া।

শ্রীগোষ্ঠবিহারী সাধু খাঁ

হেভিওয়েট কুস্তি চ্যাম্পিয়ান বেঙ্গল ১৯৩৬

সরিষার ভেজাল তেলে বাঙ্গালীর বেশী অসুখ হয় জেনে জাতীয় স্বাস্থ্যোন্নতির দিকে লক্ষ্য রেখে ১৯৩৬ সালের হেভিওয়েট কুস্তি চ্যাম্পিয়ান গোষ্ঠবাবু **গোপাল অয়েল মিল** স্বয়ং পরিচালনা করিতেছেন। **গোপাল অয়েল মিলের** খাঁটি সরিষার তেল ব্যবহার করিলেই বুঝিতে পারিবেন।

বস্ত্র
প্রসাধন দ্রব্য
ঘানিহারী দ্রব্য
তৈয়ারী পোষাক
হোসীয়ারী দ্রব্য
ছড়ি ও ছাতা
ক্রীড়া দ্রব্য
বাদ্য যন্ত্র
দর্জ্জি বিভাগ
মফঃস্বল বিভাগ
পশমী বিভাগ
রেশমী বিভাগ
স্বর্ণ ও রৌপ্য বিভাগ
পাদুকা ও চামড়া বিভাগ

সস্তা ও সুন্দর

শ্যামবাজার
ষ্টোর্স

১৪০, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
কলিকাতা

ফোন :-
বি.বি. ১৬৩৩

হেঁয়ালী কি থাকবে আজও ?

গত বছর ঠিক এমনি দিনের কথা মনে পড়ে—

দুনিয়ায় একা নিঃস্বহায় "ছন্দা" ওর ছোট ভাই-বোনের পূজার কাপড় কিনবে। ওখানে, সেখানে, বহুখানে ঘুরে—শেষ পর্য্যন্ত তাকে আমাদের এখানেই সব রকম সওদা ক'রতে হ'য়েছিল।

শ্রান্ত ছিলো সে, সে দিন—সব কথা বোলতে পারেনি, "আমি গরীব এবং স্ত্রীলোক, ভদ্রভাবে ও স্বল্প মূল্যে ক্রয়ই আমার উদ্দেশ্য—আমার সে উদ্দেশ্য তৃপ্ত হ'য়েছে"—এইই ছিল তার অন্তরের কথা!

তার কথা সে দিনও যেমন হেঁয়ালী ছিলো, আজও কি তেম্‌নি থাক্‌বে?

রাধা ফিল্ম কোম্পানীর নূতনতম অবদান

রূপে, রসে সুষমায় ঘটনা-বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ সামাজিক চিত্র

৺অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

চিরতার

[স্বর্গীয় অপরেশচন্দ্রের সাফল্যমণ্ডিত নাটক হইতে বাণীচিত্রে রূপান্তরিত]

শুভ-উদ্বোধন—শনিবার, ২৫শে সেপ্টেম্বর ১৯৩৭

উত্তরা

১৩৮।১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

রাধা ফিল্ম কোম্পানীর প্রচার-বিভাগ হইতে শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত

একমাত্র চিত্র-পরিবেশক—মতিমহল থিয়েটারস্ লিমিটেড, ৬৮-নং কটন ষ্ট্রীট, কলিকাতা

হরি ভঞ্জ

নৃপেন পাল

ভূপেন ঘোষ

প্রবোধ দাস

সংগঠনকারীগণ

গল্পাংশ—৺অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

গীতাংশ—৺অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণধন দে, এম্-এ

চিত্রনাট্য ও পরিচালন—**হরি ভঞ্জ**

সহকারী—অনিল ঘোষাল

আলোকচিত্র—**প্রবোধ দাস**

সহকারী—রাধিকাজীবন কর্ম্মকার

শব্দলেখ—

নৃপেন পাল, এম্-এস্-সি

ভূপেন ঘোষ, এম্-এস্-সি

সহকারী—
- অবনী চট্টোপাধ্যায়
- গোবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়
- জ্যোতি সেন, বি-এস্-সি

রসায়নাগার—অবনী রায়

তড়িৎ-ধারা—কুলেন্দ্র চৌধুরী

সম্পাদন—অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

দৃশ্যসজ্জা—
- শঙ্কর ঘুরাজি কাশ্‌কার
- রাম চন্দ্র পাওয়ার

রূপসজ্জা—
- বসন্তকুমার দত্ত
- ষষ্ঠীদাস মুখোপাধ্যায়

নৃত্য—তারক বাগচি, কুমার মিত্র

সঙ্গীত—মৃণাল ঘোষ, পৃথ্বীশ ভাদুড়ী

আবহ সঙ্গীত—
- কুমার মিত্র
- যুগল গোস্বামী

স্থিরচিত্র—ক্ষেত্রমোহন দে

সহকারী—
- কুমারী লতিকা মিত্র
- কৃষ্ণব্রত হালদার

চিত্রকার্য্য—এস্ এইচ্ এ শাহ্

ব্যবস্থাপন—যমুনাধর তোদি

প্রচার—যতীন্দ্রমোহন রায়

সহকারী—ফণীন্দ্রনাথ মিত্র

কুশীলবগণ

নীলাম্বর (লীলার পিতা)—তুলসী চক্রবর্ত্তী

নীলাম্বরের বন্ধু—

মন্মথনাথ পাল (হাঁদুবাবু)

কালাচাঁদ (লোকনাথের পিতা)—রবি রায়

লোকনাথ—ধীরাজ ভট্টাচার্য্য

পুঁটিরাম (কালাচাঁদের আশ্রিত)—মৃণাল ঘোষ

হিমাংশু চৌধুরী (জমিদার)—শৈলেন চৌধুরী

ভোলা (হিমাংশুর দুষ্টগ্রহ)—কুমার মিত্র

বিশ্বম্ভর—তারক বাগচি

খানসামা—জানকী ভট্টাচার্য্য

পুলিশ-ইনস্পেক্টার—**অহীন্দ্র চৌধুরী**

মিঃ ধরণী রায় (চিত্রকর)—**নরেশ মিত্র**

বি-এ পরীক্ষার্থী—অজিত চট্টোপাধ্যায়

লীলা (হিমাংশুর পত্নী)—

মায়া মুখোপাধ্যায়

লীলার মাতা—**নিভাননী**

প্রকৃতি (লোকনাথের পত্নী)—

রেণুকা রায়

মিসেস্ রায় (আর্টিষ্ট মিঃ রায়ের পত্নী)—**শান্তি গুপ্তা**

বিরাজী (রূপোপজীবিনী, হিমাংশুর উপসর্গ)—**ছায়া**

"ছিন্নহার" চিত্রের 'তারকা'-দশক

"ছিন্নহার" চিত্রে বিবাহ-দৃশ্য

অমরেন্দ্র চ্যাটার্জ্জি

অনিল ঘোষাল

অবনী রায়

অবনী চ্যাটার্জ্জি

গল্পাংশ

পল্লীগ্রামে বাড়ী ছিল কাছাকাছি দুই গ্রামে, শহরে বাড়ী হইল পাশাপাশি কলিকাতায় দুই বাড়ীতে—নীলাম্বর ও কালাচাঁদ উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্বও গভীর, উভয় পরিবারে হৃদ্যতাও প্রচুর।

নীলাম্বর হৌসের বড়বাবু, রোজগার প্রচুর; কালাচাঁদের এখন পড়ন্ত বেলা, ঋণভার-প্রপীড়িত, তবে কল্যাণপুরের জমিদার-বংশ, বনিয়াদি ঘর—ধনে না হউক, মানে খাটো নয়।

নীলাম্বরের কন্যা লীলা ও কালাচাঁদের পুত্র মাতৃহীন লোকনাথ ছেলেবেলায় ছিল পরস্পরের খেলার সাথী, এক সঙ্গে পড়াশুনা গল্পগাছা করিয়াছে—বাল্যের ভালবাসার স্বাভাবিক পরিণতি হইয়াছে যৌবনে প্রণয়। উভয় পক্ষের কর্ত্তৃপক্ষেরও ইহাতে সম্মতি আছে—

এ দুটী প্রণয়ী-প্রণয়িনীকে 'এক বৃন্তে দুটী ফুল' বলিয়াই সকলে জানে! মৃত্যুর পূর্ব্বে লোকনাথের মাতা তাঁহার বহুমূল্য হীরক-খচিত কণ্ঠহারখানি ভাবী বধূকে উপহার দেওয়ার জন্য লোকনাথের হাতে দিয়া গিয়াছিলেন—একদিন নির্জ্জনে লোকনাথ তাহা লীলার কণ্ঠে পরাইয়া দিয়াছে।

প্রণয়ের পূর্ণ-পরিণতি পরিণয়। বিবাহ স্থির—আশীর্ব্বাদ হইয়া গিয়াছে। বিবাহ হইবে সেই পল্লীগ্রামে—যেখানে নীলাম্বর ও কালাচাঁদের পিতৃ-পুরুষগণের অশরীরী আত্মা আজও তাহাদের গৃহদেবতা-স্বরূপ অবস্থান করিতেছে।

দেবীপুর নিকটস্থ আর একখানি গ্রাম—সেখানকার যুবক জমিদার হিমাংশু চৌধুরী কলিকাতায় থাকিয়া পড়াশুনা করিত, কিন্তু পড়াশুনার চেয়ে 'অন্যান্য' বিষয়েই তাহার মনোযোগ গভীর! লীলা কবে কোন্ শুভক্ষণে হিমাংশুর সুদৃষ্টিতে পতিত হইয়াছিল কে জানে—গায়ে-হলুদের পর লীলার বিবাহের দিন প্রাতে দেবীপুর হইতে বার্ত্তা আসিল, ধনকুবের

জমিদার হিমাংশু লীলাকে রাজরাণী করিবার জন্য উৎসুক—কিন্তু বিবাহ সেইদিনই হওয়া চাই।

দেবীপুরের অতুল বৈভব, অখণ্ড প্রতাপ—চৌধুরীদের ঐশ্বর্য্যের খ্যাতি সে অঞ্চলে জানে না কে? কোন্ মা না চায় যে তাহার মেয়ে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী হইয়া, রাজার পাটরাণী হইয়া, নারীজন্ম সার্থক করে? লীলার মায়ের মন দেবীপুরের প্রাসাদে, দেবীপুরের অর্থভাণ্ডারে, দেবীপুরের রত্নরাজিতে আকৃষ্ট হইয়া পড়িল।

নীলাম্বর বলে, ছিঃ!—পাকা-দেখা গায়ে-হলুদ সবই হইয়া গিয়াছে—আজ বিবাহ—এখন নড়চড় অসম্ভব! নীলাম্বর-পত্নীর সেই এক কথা—দেবীপুর!—মেয়ে রাজরাণী হইবে—পরম সুখে থাকিবে!

—নীলাম্বরের নিকট যাহা নিতান্তই অসম্ভব ছিল, নড়চড় হইতে পারে না বলিয়া জানা ছিল, তাহা সম্ভব এবং নড়চড় হইয়া গেল।

পাশের গ্রাম বৈ তো নয়—কালাচাঁদের

কাছে খবর পৌছিলেও, কালাচাঁদ এমন অসম্ভব কথাটা কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিল না—সে পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট শুভলগ্নে পুত্র লোকনাথকে বরবেশে সুসজ্জিত করিয়া শোভাযাত্রা সহ নীলাম্বরের গৃহদ্বারে উপস্থিত হইল, কিন্তু গৃহে প্রবেশ করিতে পাইল না; গৃহাভ্যন্তরে পুরোহিত তখন বিবাহের মন্ত্র পাঠ করাইতেছে।

—ক্রোধে ক্ষোভে কালাচাঁদ সেই গ্রামের এক গরীব গৃহস্থের কন্যার সঙ্গে সেই রাত্রেই পুত্রের বিবাহ দিল—লোকনাথ প্রকৃতিকে পত্নীরূপে গৃহে আনিল।

লীলা!—দেবীপুর-জমিদারের বালিগঞ্জস্থ প্রাসাদের অলিন্দে টবের উপর বেলফুলের ঝাড় ফুটিয়া রহিল! শোভায় অতুল, সুগন্ধে অতুল, গুণে অতুল লীলা-ফুলের মধুপ কোথায়?—কোথায় হিমাংশু চৌধুরী? হিমাংশু তাহার 'উপসর্গ'

বিরাজীর ঘরে—বিরাজী গ্লাসের পর গ্লাস সুধা-নির্ঝর হিমাংশুর অধরে ধরে—নৃত্যপরা বিরাজীর নুপুরের নিক্কণে, গীতপরা বিরাজীর সুরের ঝঙ্কারে হিমাংশুর মদিরালস চক্ষুর সম্মুখে অমরাবতীর সৃষ্টি হয়! হিমাংশুর সঙ্গে সঙ্গে থাকে ভোলা—হিমাংশুর 'দুষ্টগ্রহ' এবং বিরাজীর 'হৃদয়নিধি'।

ধন-দৌলতে যদি সুখ থাকে তবে লীলা খুবই সুখী—মণিমাণিক্যে যদি তৃপ্তি থাকে, তবে লীলা পরম পরিতৃপ্ত—দাসদাসী গাড়ীজুড়িতে যদি নারীচিত্তে শান্তি আসে, তবে লীলা অখণ্ড-শান্তির অধিকারিণী। কিন্তু স্বামী-সুখ?—নারী-জীবনের সার্থকতা?

—ঐ ব্যর্থ শয্যা সে প্রশ্নের উত্তর দিবে, ঐ ম্লান গৃহ-দীপ সে কথার জবাব দিবে। সঙ্গী-হীন সুপ্তি-হীন নিশীথে

লোকনাথের প্রেমের স্মৃতি পার্ব্বত্য অজগরের মতো অকণ্ঠবন্ধনে লীলাকে বাঁধিতে থাকে, কিন্তু সাধ্বী লীলা সে স্মৃতি মন হইতে সবলে উৎপাটিত করে!

হায় লোকনাথ! প্রকৃতি প্রাণ ঢালিয়া সেবা করে, বুক দিয়া যত্ন করে— তবু লোকনাথ শান্তি পায় না কেন, সুখ পায় না কেন? হায় বাল্য-প্রণয়! উত্তরকালে কত অভাগা-অভাগীর জীবনই না বিষদিগ্ধ করিয়াছ তুমি! সাহিত্য-গুরু বঙ্কিমচন্দ্র যথার্থই বলিয়াছেন, "বাল্য-প্রণয়ে অভিশাপ আছে!"

RADHA FILM COMPANY
CALCUTTA

আষাঢ়-শ্রাবণের আকাশে যেমন মেঘের পর মেঘ, মেঘের উপরে মেঘ পুঞ্জীভূত হইয়া উঠে, লোকনাথের সাংসারিক অবস্থাও তদ্রূপ। পিতার মৃত্যু, বাড়ীঘর জমিজমা নীলাম—দিন আর চলে না! প্রকৃতিকে গৃহে রাখিয়া লোকনাথ জীবিকান্বেষণে কলিকাতা শহরে আসিল—কিন্তু দুর্ভাগ্য ও দুর্ভোগ্য সর্ব্বত্রই তাহার সহচর।

য়ুরোপ-ফেরৎ আর্টিষ্ট ধরণী রায় লোকনাথের বাল্যবন্ধু—তাহার গৃহে উঠিয়া চাকুরীর চেষ্টা করিবে, হাওড়া ষ্টেশনে নামিয়া সেই পথ ধরিবে, মুহূর্ত্তের অন্যমনস্কতায় মোটরের ধাক্কা খাইয়া লোকনাথ রাজপথে অজ্ঞান! কলিকাতা শহরের রাজপথে অন্যমনস্কতা যে অপরাধ, ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ, তাহাতে সন্দেহ নাই—শমন-দূত যে কত রূপে কত ভাবে অনিবার আনাগোনা করিতেছে, তাহা গণিয়া উঠে সাধ্য কার!

—কিন্তু লোকনাথের আঘাত যত গুরুতরই হউক না কেন, তাহার অপরাধ তত গুরুতর নয়! তোমার মানসী প্রতিমা, তোমার ধ্যানের ছবি, যাহাকে একদিন তোমার—একান্ত তোমারই—বলিয়া জানিতে, বহুকাল পরে অকস্মাৎ যদি তাহাকে বিদ্যুৎ-ঝলকের মতো তোমার পাশ দিয়া মোটরে চলিয়া যাইতে দেখ, আর তাহাতেও যদি তোমার অন্য-মনস্কতা না আসে, তুমি যদি

বিচলিত না হইয়া স্থির-অচঞ্চল থাকিতে পার, তাহা হইলে বুঝিব যে তুমি সত্য ভালবাস নাই, প্রকৃত ভালবাসা কি তাহা তুমি জান না!—হয়তো 'কথার কথা' ভালবাসিয়া থাকিতে পার, কিন্তু শোণিতে-মজ্জায়, তনু-মনে, অন্তরের অন্তরে যে ভালবাসা, তাহার আস্বাদ তুমি কখনও পাও নাই!

হাসপাতালে লোকনাথের পকেটে একখানা চিঠি পাওয়া গেল, তাহাতে ছিল ধরণী রায়ের ঠিকানা। খবর পাইয়া ধরণী আসিয়া বন্ধুকে দেখাশুনা করিতে লাগিল, এবং হাসপাতাল হইতে মুক্তি পাইলে তাহাকে স্বগৃহে লইয়া গিয়া সস্ত্রীক প্রাণপণ সেবাশুশ্রূষায় সুস্থ করিয়া তুলিল।

কর্ম্মখালির বিজ্ঞাপনের ঠিকানা দেখিয়া কত স্থানেই তো ছুটাছুটি করিতে হয়! একদিন লোকনাথ বালিগঞ্জে এক প্রাসাদোপম গৃহের দ্বারে উপস্থিত। দ্বারগাত্রে H. Chowdhury নামাঙ্কিত দেখিয়া সন্দেহ হয়তো জাগে নাই, কিন্তু চির-পরিচিত চির-প্রিয় কণ্ঠের সুস্বরলহরী কানে আসিতেই বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে H. Chowdhury কে, এবং ঐ সঙ্গীত-লহরীর অধিকারিণীই বা কে!

—অদৃষ্টের পরিহাস আর কাহাকে বলে? আজ সে লীলারই দ্বারে কর্ম্ম-প্রার্থীরূপে উপস্থিত—যে লীলা একদিন . . .

চৌধুরী সাহেবের খানসামা কথায় কথায় গৃহস্বামী ও গৃহস্বামিনীর সকল সংবাদ অকপটে প্রদান করিল; লীলার কথা, হিমাংশুর কথা, বিরাজীর কথা—কিছুই বাদ পড়িল না! হিমাংশু যে গৃহে দিবা-বাস করিলেও রাত্রি-বাস করে না, সে সংবাদটাও পাওয়া গেল।

কুগ্রহ—কুগ্রহ ছাড়া আর কি-ই বা বলা যাইতে পারে! কি প্রয়োজন ছিল লোকনাথের লীলাকে একবার—একটীবার—দেখিতে ছুটিবার? লীলা এখন পরস্ত্রী—গভীর রাত্রে গৃহ-প্রাচীর টপকাইয়া, পাইপ বাহিয়া তাহার শয়ন-কক্ষে ঢুকিবার দুষ্প্রবৃত্তি লোকনাথের কেন হইল? সে হয়তো জানিতে চাহিয়াছিল, লীলাকে আজিও সে পূর্ণ-আবেগে ভালবাসিলেও, লীলার হৃদয়-কোণে এখনও তাহার একটু স্থান আছে কি-না!

—লীলা বলে, আমি পরস্ত্রী। লীলা লোকনাথকে সেই কণ্ঠহারখানি ফেরৎ দিল—এ সামগ্রী রাখিবার অধিকার আর তো তাহার নাই!

লীলা পরস্ত্রী, লীলা কণ্ঠহার ফিরাইয়া দিল—হতাশ-প্রেমিক লোকনাথ উত্তপ্তমস্তিষ্কে সিঁড়ি বাহিয়া নীচে নামিতে গিয়া পা ফশ্‌কাইয়া পড়িয়া গেল। পতনের শব্দে লোকজন জাগিয়া উঠিল, কণ্ঠহার-সমেত 'চোর' ধরা পড়িল—ঠিক এমনই সময়ে মত্ত অবস্থায় হিমাংশু সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং তাহার আদেশে 'চোর' পুলিশে চালান গেল।

নেক্‌লেস্ ছাড়া আর একটা বস্তুও চোরের কাছে পাওয়া গেল—লীলার একখানি ফটোগ্রাফ। পুলিশ-ইনস্পেক্টার বুঝিল এ তো সাধারণ চোর নয়, এ যদি চোর হয় তবে সেই ধরণের চোর—যে চোর 'বিদ্যা'র ঘরে ধরা পড়িয়াছিল!

—পুলিশ বলিল, সত্য কথা সব খুলিয়া বলিলে অবশ্যই মুক্তি। লোকনাথ বুঝিল, সত্য বলিতে হইলে লীলার নামোল্লেখ করিতে হয়; তার চেয়ে মিথ্যাই হউক তাহার অঙ্গের আভরণ, মাথার মণি—কারাগারই হউক তাহার আশ্রয়!

খবর পাইয়া ধরণী রায় থানায় আসিল—তাহার চিঠি পাইয়া প্রকৃতিও সংবাদটা জানিল, এবং তাহাদের আশ্রিত পুঁটিরামকে সঙ্গে লইয়া কলিকাতা আসিয়া ধরণীর বাড়ীতে উঠিল।

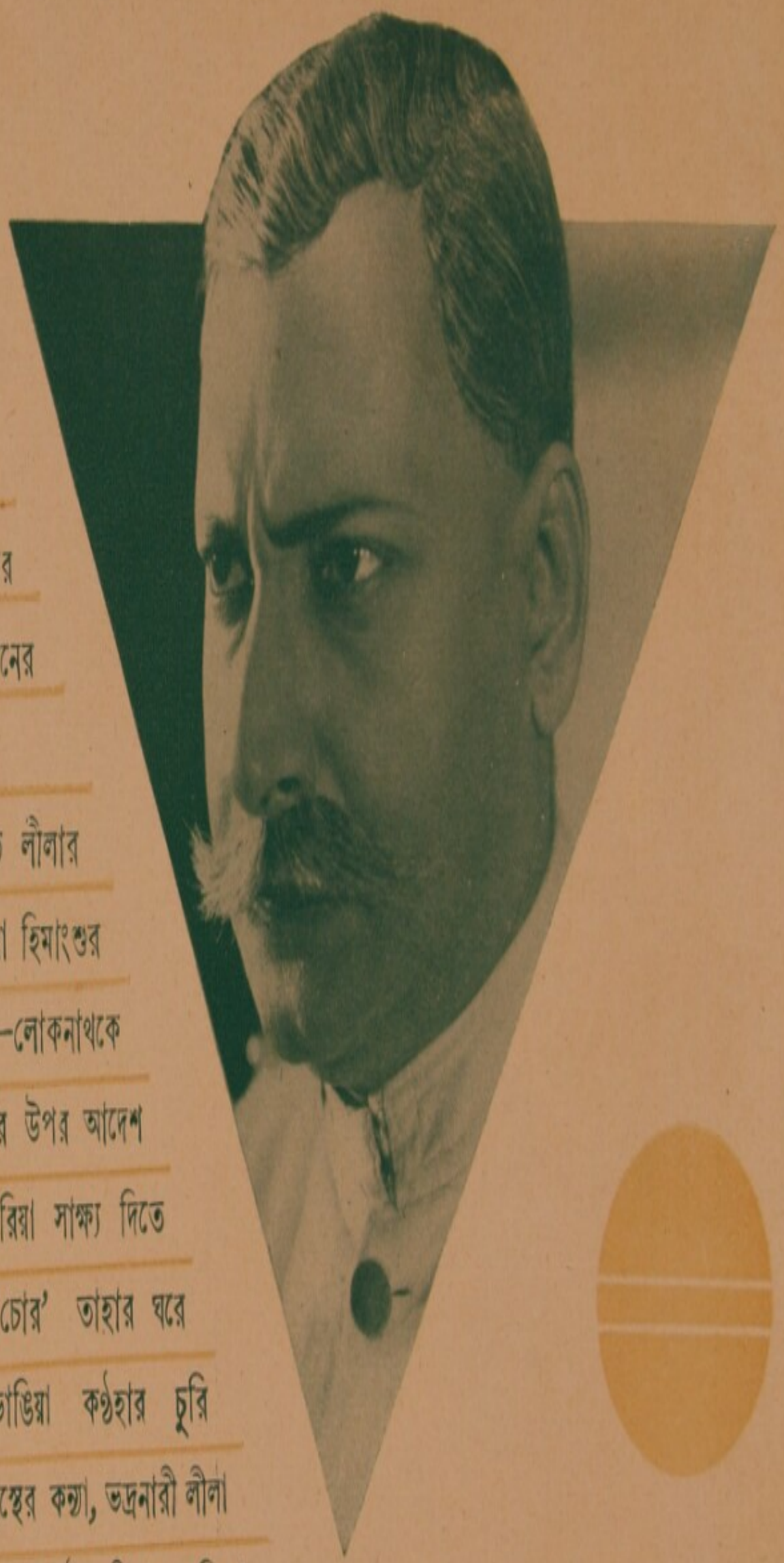

প্রকৃতি গেল কাহাকেও কিছু না জানাইয়া
হিমাংশুর গৃহে—তাহার করুণা ভিক্ষা করিতে।
শহরের ফুলের মধুতে অভ্যস্ত হিমাংশু সুযোগ
বুঝিয়া বন-ফুলের মধু আহরণে উদ্যত হইল—
লীলা আসিয়া মাঝে পড়িয়া সতীর মর্য্যাদা রক্ষা
করিল। পল্লীগ্রামের মেয়ে প্রকৃতি মানুষের
নিকট উপকার প্রাপ্তি দুর্লভ বুঝিয়া ভগবানের
দ্বারে মাথা খুঁড়িতে তারকেশ্বরে গেল।
বাল্যপ্রণয়ী লোকনাথের সহিত লীলার
একটা অবৈধ সম্পর্ক কল্পনা করিয়া হিমাংশুর
'পৌরুষ'-বহ্নি ধূ-ধূ জলিয়া উঠিল—লোকনাথকে
জেলে দিতেই হইবে! লীলার উপর আদেশ
হইল—তাহাকে হলফ করিয়া সাক্ষ্য দিতে
হইবে যে, ঐ বেটা 'চোর' তাহার ঘরে
ঢুকিয়া আলমারি ভাঙিয়া কণ্ঠহার চুরি
করিয়াছে। ভদ্রগৃহস্থের কন্যা, ভদ্রনারী লীলা
মিথ্যা-সাক্ষ্য দিতে দৃঢ়কণ্ঠে অস্বীকার করিল।

এমন অবস্থায় দোর্দ্দণ্ড-পৌরুষের অধিকারী পুরুষ যাহা করিয়া থাকে, হিমাংশু তাহাই করিল—লীলাকে বাড়ী হইতে বাহির করিয়া দিল।

—'দুষ্টগ্রহ' ভোলা বলিল, ভালই হইয়াছে, বিরাজকে হিমাংশুর গৃহে আনিয়া অসূর্য্যম্পশ্যা করিয়া তাহাকে লীলা-পরিচয়ে সাক্ষ্য দেওয়াইলেই সকল সমস্যার সমাধান হইবে। কমিশনে পর্দ্দার আড়ালে থাকিয়া 'লীলা' সাক্ষ্য দিল—হিমাংশু তাহাকে সনাক্ত করিল—ফলে, লোকনাথ তিন মাসের জন্য রাজ-অতিথি হইল।

কারাবাসান্তে লোকনাথ ধরণীর গৃহে গিয়া দেখিল, ধরণীর পত্নী মৃত্যু-শয্যায়। প্রকৃতিকে না দেখিয়া সন্ধান লইয়া জানিল, প্রকৃতি তারকেশ্বরে। সেখানে গিয়া দেখে, প্রকৃতিও শেষ-শয্যায়—স্বামীর সম্মুখে প্রকৃতি হিন্দু-সতীর চিরকাম্য স্বর্গলাভ করিল।

হিমাংশুর দুষ্টগ্রহ ভোলা হিমাংশুকে পাইয়া বসিয়াছিল—সুযোগ পাইয়া সে

বিরাজীকে লীলা সাজাইয়া মিথ্যা-সাক্ষ্য দেওয়ানোর কথা ফাঁশ করিবার ভয় দেখাইয়া হিমাংশুর কাছে তাহার দাবীর মাত্রা ক্রমাগত বাড়াইয়া তুলিতেছিল। কিন্তু সহ্যেরও সীমা আছে—হিমাংশু আর সহ্য করিতে পারে না, তাই ভোলাকে একদিন তাড়াইয়া দিল, ভোলাও শাসাইয়া চলিয়া গেল। ইতিমধ্যে ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়িল—একদিন অতিরিক্ত মদ্যপান করিয়া শান্তিভঙ্গ করার অপরাধে পুলিশ কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া, ভোলা স্থানকালপাত্র বিস্মৃত হইয়া আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে বিরাজীর লীলা সাজার কথা প্রকাশ করিয়া ফেলিল; ফলে, পুলিশ বিরাজী, হিমাংশু, ভোলা তিনজনকেই গ্রেপ্তার করিল।

হিমাংশু-বিতাড়িতা লীলা পিতৃগৃহেই অবস্থান করিতেছিল। সংবাদপত্র দেশবিদেশের সকল সংবাদ সর্ব্বদা বহন ও সর্ব্বত্র বিতরণ করে—হিমাংশু-ঘটিত সংবাদও বহন করিয়া পরদিন তাহা লীলার পিতৃগৃহে বিতরণ করিল।

লীলা আদালতে উপস্থিত হইয়া বলিল, বিরাজী নয়, পূর্ব্ব-মোকদ্দমায় সে-ই সাক্ষ্য দিয়াছে। ফলে, হিমাংশু মুক্তি পাইল—বিচারক অভিযুক্ত তিনজনকেই সন্দেহের অবকাশে মুক্তি দিলেন।

—এতদিনে বুঝি হিমাংশুর চৈতন্য হইল—লীলার যোগ্য স্বামী হইবার প্রতিজ্ঞা করিয়া সে লীলাকে লইয়া গৃহে ফিরিল। তাহার জন্যই লোকনাথ ও প্রকৃতির সর্ব্বনাশ হইয়াছে—তাই, তাহাদের সন্ধান করিয়া যথাসম্ভব ক্ষতিপূরণেও সে দৃঢ়সঙ্কল্প।

তারকেশ্বরে পত্নীর পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া লোকনাথ কলিকাতায় বন্ধু ধরণী রায়ের গৃহে আসিয়া দেখে, ধরণী মৃতা পত্নীর চিত্রাঙ্কণে নিমগ্ন—চিত্রের বিষয়-বস্তু দর্শনে তাহার সিক্ত-হৃদয় বর্ষণোদ্যত হইল।

ধরণী তুলি রাখিয়া চক্ষু তুলিতেই দেখিল—লোকনাথ! তাহারও চোখে জল। কাহারও মুখ দিয়া কোনও কথা বাহির হইল না—বুঝি তাহার প্রয়োজনও ছিল না। ঠোঁটগুলি ঈষৎ কাঁপিল—নয়নপল্লবগুলি জলে ভরা! বাক্য-বিনিময় না করিয়াও একে অপরের অবস্থা সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করিল।

—সান্ত্বনা কে দিবে কাহাকে? সমবেদনায় যদি সান্ত্বনা থাকে, তবেই তাহাদের সান্ত্বনা মিলিবে!

—ওদিকে, হিমাংশুর 'ক্ষতিপূরণ'-সঙ্কল্পও পূর্ণ হইবে কি-না, তাহাই বা কে বলিতে পারে?

তারপর?—তারপর?—শেষ পর্য্যন্ত লোকনাথ এবং ধরণীর কি হইল তাহা পর্দ্দায় দেখিতে পাইবেন।

গীতাংশ

(১)

দ্বৈত-সঙ্গীত

সুখে আছি গো আমি, মনেরি সুখে প্রিয়,
তোমারি বাহুপাশে বাঁধিয়া রেখে দিও।
এমনি ভালবেসে, এমনি মধু-হেসে,
চাহি এ মুখপানে অধর-সুধা পিও।
মিলায়ে বুকে বুকে, মিশায়ে মুখে মুখে,
কামনা-ডালাখানি হৃদয়ে তুলে নিও।

—বিরাজী ও হিমাংশুর জনৈক বন্ধু

(২)

আমি ভুলের হাটে হাট ক'রেছি, ভুলের কি আর আছে বাকী,
নইলে দেশের মায়া কাটিয়ে দিয়ে বিদেশে কি প'ড়ে থাকি!
আমি ভুল ক'রেছি, ভুল ধ'রেছি, ভোলানাথের চরণ ভুলে—
তাই দিবা-নিশি ব'সে কাঁদি ভব-নদীর অকূল-কূলে।
আমার ভুল ভেঙে দে ওমা শ্যামা, ভুলো ব'লে দিস্‌নে ফাঁকি!

—পুঁটিরাম

(৩)

স্বপনে কখন দেখিয়া তোমারে লাগিল ভালো,
নয়নে-বচনে উঠিল উছলি কনক-আলো !
সাঁঝের তারকা, প্রভাতের সুর
পরাণে আমার লাগে সুমধুর,
জ্যোছনা-বিছানো নীলাকাশ নিল মনেরি কালো!

—মিসেস্ রায়

(৪)

আমি সকল ঘটে বেলপাতা,
খোশ্‌খেয়ালে গান গেয়ে যাই—
নেই মাথা তার মাথা-ব্যথা !
তুড়ি দিয়ে খানিক লাফাই,
আপন মনে বগল বাজাই,
আমার কথার নেইকো মানে—
বুঝবে কি তার মুণ্ডু-মাথা !

—পুঁটিরাম

(৫)

যেদিন তুমি আপন হ'তেই এসেছিলে হৃদয়-দ্বারে,
হে প্রিয়তম,
পরাণ-পুরে আগল দিয়ে ফিরিয়ে দিলাম বারে বারে,
হে প্রিয়তম!
তোমার মধুর স্মৃতির মাঝে
আমার মনের সেতার বাজে—
এবার যদি এলে, তোমায় ক'রব বরণ আঁখির ধারে,
হে প্রিয়তম!

—লীলা

যমুনাধর তোদি

(৬)

আজি ভরা নিশা বঁধুয়া রে,
এস বাঁধি সখা প্রেম হারে!
আজি যে উতলা হ'ল নিশা,
অধরে অধরে জাগে তৃষা,
তনু চাহে তনু বারে বারে!

—বিরাজী

ফণীন্দ্র মিত্র

(৭)

নেপথ্য-সঙ্গীত

খেলাঘর পাততে গিয়ে ভাঙলি বুঝি খেলনাগুলি,

বাসা তোর বাঁধতে গিয়ে বন্যা এলো ঝঞ্ঝা তুলি !

বুকে আন্ নতুন আশা,

দরিয়ায় ভেলা ভাসা,

জোয়ারে পাল তুলে দে, পরাণের দুঃখ ভুলি !

(৮)

সাঙ্গ হ'ল কান্না-হাসি এই দুনিয়ার খেলা—

কিসের তরে ঘর-বাঁধা ভাই, মিছেই ভবের মেলা !

ভাঙার তরেই গড়া যদি,

দুখ কেন পাস্ নিরবধি,

এবার ভাসিয়ে দে রে জীবন-গাঙে সব-হারাবার ভেলা !

—পুঁটিরাম

বি নান, (এডভার্টাইজিং কনসালট্যান্ট) ১৬।১এ, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত এবং ১৮নং বৃন্দাবন বসাক ষ্ট্রীটস্থ ওরিয়েণ্টাল প্রিন্টিং ওয়ার্কসে গোষ্ঠবিহারী দে কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

এস্ এইচ্ এ শাহ্

কুমারী লতিকা মিত্র

ক্ষেত্রমোহন দে

শঙ্কর ঘুরাজী কাশ্‌কার

রাম চন্দ্র পাওয়ার

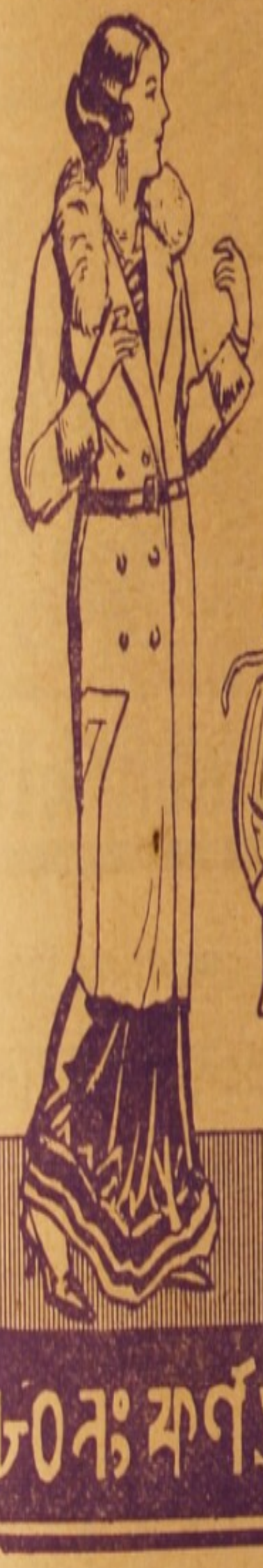

মহিলা ও
বালকবালিকাদের
পোষাকের জন্য
প্রসিদ্ধ
আশাতীত সুলভ মূল্য
সুদক্ষ দর্জ্জি ও
কাটার দ্বারা
স্যুট কোট ইত্যাদি
প্রস্তুত হয়
এবার ৺পূজায়
ফ্যান্সি শাড়ী
ও
সুন্দর পোষাক পরিচ্ছদের
বিপুল আয়োজন
ম্যানার ম্যান
এণ্ড কোং
৪০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, হাতিবাগান মার্কেট ফোন বি, বি, ২৬৪৯

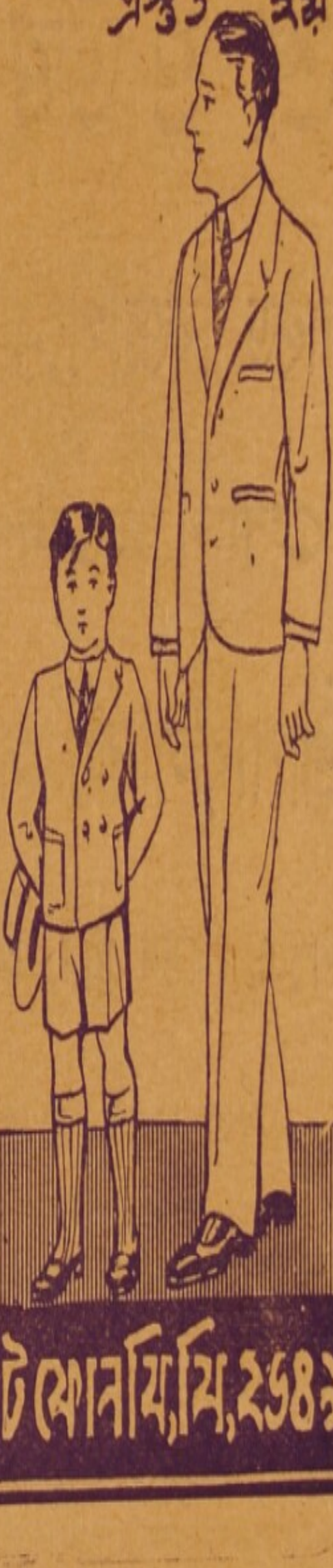

শ্রী ও উত্তরায়

স্লাইড বিজ্ঞাপনের জন্য

সোল এজেণ্ট—

শ্রীপাব্লিসিটি সার্ভিস

১৬।১এ, বিডন ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

ফোন ৩২৩৪ বড়বাজার

আবেদন করুন।

পাকা চুল ও টাক মাথা

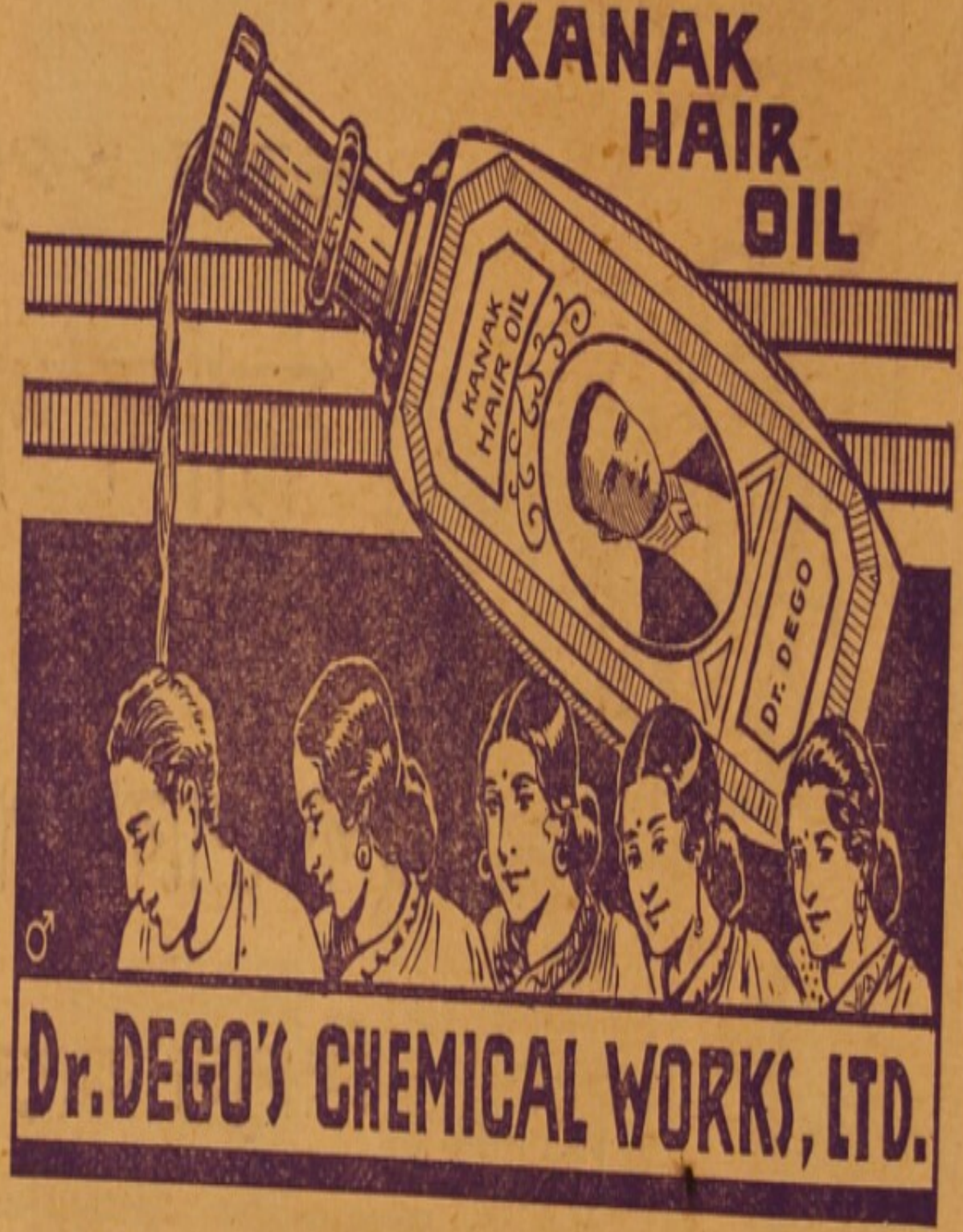

ডা; ডিগোর (হেয়ার ডিজিজ স্পেশালিষ্ট লণ্ডন)

কনক হেয়ার অয়েল ও লোশন

ব্যবহারে নিশ্চিত আরোগ্য হইবে। সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

ডাঃ ডিগোজ কেমিক্যাল ওয়ার্কস লিঃ

৪৯বি, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

ফোন ৪৩৮৬ বি, বি

পরীক্ষা প্রার্থনীয়! পরীক্ষা প্রার্থনীয়!!

গাঁইটের দরে মিলের কাপড়

কেবলমাত্র কমিশনলাভে

শান্তিপুর, ফরাসডাঙ্গা প্রভৃতি তাঁতের, গরদ,

মটকা, তসর ও আধুনিক রুচিসঙ্গত নানা

প্রকার নূতন ডিজাইনের ছাপাসাড়ী

বেঙ্গল ফেণ্ডস্ সোসাইটী

১৫৩ নং অপার চিৎপুর রোড,

শোভাবাজার।

যৌবন ফিরাইয়া আনিতে চান?

জার্ম্মাণ চিকিৎসকের নূতন আবিষ্কার

সেক্সটোনা

S E X T O N A

S E X T O N A

সেবন করুন।

ইহা সেবনে বৃদ্ধ ও নবযৌবন লাভ করে সর্ব্ববিধ স্নায়বিক,
মানসিক ও শারিরীক দৌর্ব্বল্যের অব্যর্থ মহৌষধ।

Distributors—INDO GERMANIC DRUG CO.
Post Box 11452 Calcutta.

Stockist—A. C. COONDU & CO.
167, Dharamtala Street, (Chandni Chawk) Calcutta.

YOUR ORIGINAL PICTURES & POSTERS

Come Out STRIKINGLY with TRUE REPRODUCTION

in MAX-MULTICOLOUR PROCESS

Ring Up Cal. 4476 "THE HOUSE OF ORIGIN"

CALCUTTA POSTERS & PUBLICITY Co.

Posters Specialists and Commercial Artists of Repute

54, BENTINCK STREET :: :: :: CALCUTTA

মুখার্জ্জী ব্রাদার্স

উচ্চশ্রেনীর চশমাবিক্রেতা

নিখুঁত ভাবে চশমা ফিট না হইলে— দৃষ্টি শক্তি ও সৌন্দর্য্য নষ্ট করাইয়াদেয়।

পরিচালক

বিখ্যাত লরেন্স এণ্ড মেও কোং
হইতে আসিয়া যোগদান করিয়াছেন।

৫৮ নং গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
হাতীবাগান বাজারের পূর্ব্বদিক।

ন্যাশন্যাল টেলারিং

— এণ্ড —

শাল রিপেয়ারিং ওয়ার্কস

৮০।১২নং গ্রে ষ্ট্রীট (হাতিবাগানের পূর্ব্বদিকে)
কলিকাতা।

হাল ফ্যাশানের পছন্দমত জামা
দুই ঘণ্টায় প্রস্তুত হয়

— এবং —

শাল, আলোয়ান, বেনারসী ও নানাপ্রকার
সিল্কের শাড়ী
রং, রিপু ও ধোলাই হয় গরম কোট
ও সুট ড্রাই ক্লিনিং হয়।

স্বত্বাধিকারী—
শ্রীসাতকড়ি পাল

বি, নান

১৬।১এ, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বায়স্কোপে—

শ্লাইড বিজ্ঞাপন জন্য

প্রোগ্রাম বইয়ে—

বিজ্ঞাপন প্রচারের জন্য

দেওয়ালে—

পোষ্টার লাগানর জন্য

আমাদের সহায়তা লইলে নিশ্চয়ই খুসী হইবেন।

শিশু সাহিত্যের ক'-খানা শ্রেষ্ঠ বই

শ্রীগোষ্ঠবিহারী দে

নীতিগল্পগুচ্ছ (৪র্থ সং) ... ... ।৵০

গল্পবীথি (২য় সং) ... ... ।৵০

জাতকের গল্পমঞ্জুষা (নূতন বানানের বই) ... ।৵০

শ্রীসুনির্ম্মল দে

লালন ফকিরের ভিটে ... ... ।৵০

শ্রীসুধাংশুকুমার দাশগুপ্ত

মায়াপুরীর ভূত ... ... ।৵০

শ্রীযোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

সোনার পাহাড় (এ্যাডভেঞ্চার) ... ॥৵০

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

আজবদেশে অমলা (Alice in Wonderland) ॥০

শ্রীশৈলনারায়ণ চক্রবর্ত্তী

বেজায় হাসি ... ... ।/০

ইষ্টার্ণ-ল-হাউস্,

১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।